VIDYASAGAR UNIVERSITY

MUGBERIA GANGADHAR MAHAVIDYALAYA

BHUPATINAGAR :: PURBA MEDINIPUR::PIN- 721425

B.A MUSIC (H)

SEMESTER : 2nd

SUB : ENVIRONMENTAL STUDIES

PROJECT NAME : ENVIRONMENTAL ASSET IMPROTANCE OF GANGA RIVER

SUBMITTED BY : GOIRIKA TRIPATHI

COLLEGE ROLL : 804

ROLL : 1111129 NO : 220311

REG NO : VU221290108 OF 2022-23

SESSION : 2022-2023

Mugberia Gangadhar Mahavidyalaya

Bhupatinagar :: Purba Medinipur
West Bengal :: India
Email: mugberia_college@rediffmail.com

NCTE Recognized & NAAC Accredited with CGPA 2.71 Institution

http://www.mugberiagangadharmahavidyalaya.org

Certificate of Completion

This is to certify that Mr./Miss. Goirika Tripathi

Roll 1111129 *Number* 220311 *a PG / UG student of*

SEM 2nd, *Department of* Music *has*

successfully completed a dissertation / project entitled Environmental Asset Improtance of Ganga River

for the paper ENVS *in the year* 2023

Dr. Sutapa Saha
Signature of HOD

Signature of Principal

Date : 26. 7. 2023

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমি আমাদের Environmental Studies বিভাগের সমস্ত শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এইরকম একটি সুন্দর বিষয় নির্বাচন করার জন্য ধন্যবাদ জানাই কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে তাঁর সবরকম সহযোগিতার জন্য। এ ছাড়া আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার সহপাঠীদের কাছে নানা ধরনের সাহায্যের জন্য।

ঘোষনা পত্র

আমি ঐন্দ্রিলা ত্রিপাঠী ঘোষনা করছি যে 'Study of Environmental Asset - Importance of Ganga River' Project টি আমি নিজে করেছি, আমি নিজে নদী থেকে পার্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যসংগ্রহ করেছি।

আমি অন্য কারোর প্রকল্প থেকে তথ্য সংগ্রহ করিনি।

স্থান :

স্বাক্ষর :

তারিখ:

প্রকল্পদর্শক-এর শংসাপত্র

This is to certify that Mr./Mrs. Gairika Tripathi student of Mugberia Gangadhar College has successfully completed the project work titled "Study of Pond ecosystem".

This project work is the record of authentic work carried out by him/her.

She has worked under my guidance.

Date: 26.7.2023

Signature of Project guide

Asoke Kumar Das

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
①	ভূমিকা	-5
②	সমস্যা	5-6
③	উদ্দেশ্য	7
④	নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান.	7-11
⑤	তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি	12
⑥	ফলাফল	12
⑦	গঙ্গায় আবর্জনা ও জীবাণু	13-15
⑧	গঙ্গা নদীর উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ	16-18
⑨	আলোচনা	19-20
⑩	উপসংহার	20-21

প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে গঙ্গানদীর গুরুত্ব
Environmental Asset - Importance of Ganga River

▪ **ভূমিকা (Introduction):** ভারত ও বাংলাদেশে প্রবাহিত একটি আন্তর্জাতিক নদী হল গঙ্গা। এটি ভারতের জাতীয় নদী। এটি দৈর্ঘ্যে প্রায় 2,525 Km. এটি পৃথিবীর একমাত্র নদী যেখানে জৈব বর্জ্য পদার্থ অনুজীবদের দ্বারা ভেঙে যায় এবং জল শুদ্ধ থাকে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নদী অববাহিকা।

▪ **সমস্যা:** গঙ্গা সবচেয়ে পবিত্র নদী হলেও, বিশ্বের পাঁচটি সবচেয়ে দূষিত নদীর একটি। এটি গুরুত্বপূর্ণ নদী হলেও এটির তীরে অবস্থিত কয়েক কোটি মানুষের যে শুধু ক্ষতি করেছে তা নয়, 140টি প্রজাতির মাছের ও ভারতের জাতীয় জলচর প্রাণী শুশুকেরও ক্ষতি করেছে। গঙ্গা দূষণ রোধে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান গৃহীত হলেও সুষ্ঠ পরিকল্পনার অভাবে কোনো লাভ হয়নি।

গাঙ্গার জল শুদ্ধ করার কাজ প্রথম শুরু হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি গাঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান -এর সূচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 2020 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গাঙ্গাকে দূষনমুক্ত করার কথা ঘোষনা করেছেন।

কল্যান রুদ্রের মতে, ৭০% -এর ও বেশি জল কৃষিকাজে ব্যবহৃত করার জন্য নিয়ে নেওয়ায় জলের প্রবাহ অত্যন্ত কম তাই দূষিত পদার্থগুলিকে অপসারন করা সম্ভব হচ্ছে না, তাছাড়া নদীর স্বাভাবিক গতিপথ-এ বাঁধ নির্মান করা হয়েছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য। তাই নদীর স্বাভাবিক প্রবাহও ব্যাহত হয়েছে।

গাঙ্গা নদী

- **উদ্দেশ্য (Objectives) :**

① গঙ্গানদী যে দেশসমূহ এবং রাজ্যসমূহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে, তার নাম লিপিবদ্ধ করা,
② এটির উপনদীর নাম লিপিবদ্ধ করা,
③ এটির তীরে অবস্থিত শহরগুলির নাম লিপিবদ্ধ করা,
④ গঙ্গা দূষনের কারন লিপিবদ্ধ করা,

- **গঙ্গানদীর ভৌগোলিক অবস্থান (Geographical Location of Ganga River) :**

30°59'N 78°55'E থেকে 22°05'N 90°50'E, এটির উৎস গঙ্গোত্রী হিমবাহ, সতোপন্থ হিমবাহ, খাটালিং হিমবাহ এবং নন্দাদেবী, ত্রিশূল, কেদারনাথ, নন্দাকোট ও কামেট শৃঙ্গের বরফগলা জল, এটির প্রবাহের গড় মান 12,500 m^3/S, জলপ্রপাতের ক্ষমতা অনুযায়ী গঙ্গা বিশ্বের প্রথম 20টি নদীর একটি, গাঙ্গেয় অববাহিকার জনসংখ্যা 40 কোটি এবং জনঘনত্ব 1,000 জন/বর্গমাইল (390/Km^2).

এটিই বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল নদী অববাহিকা।
গঙ্গা ভারত ও বাংলাদেশে প্রবাহিত একটি আন্তর্জাতিক নদী। এই নদী ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের জাতীয় নদীও বটে, গঙ্গার দৈর্ঘ্য 2,704 Km উৎসস্থল পশ্চিম হিমালয়ে ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যে। পদ্মাকে মূলত গঙ্গার প্রধান শাখা নদী বলা হয়ে থাকে,

⊛ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর অববাহিকা :-

(i) দেশ :- ভারত, বাংলাদেশ (পদ্মা রূপে)
(ii) নগরসমূহ :- উত্তরাখণ্ড : হৃষীকেশ, হরিদ্বার,
উত্তরপ্রদেশ :- ফতেহগড়, বিজনোর, কনৌজ, কানপুর, এলাহাবাদ, বারানসী, নরোয়া,

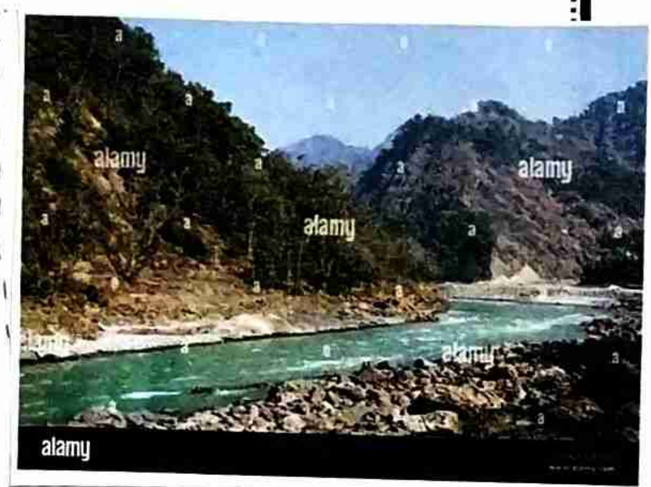

নদী অববাহিকা

(iii) বিহার :- ভাগলপুর, পাটনা, হাজিপুর, কাটিহার, মুঙ্গের
পশ্চিমবঙ্গ :- মুর্শিদাবাদ, পলাশী, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কলকাতা, বরাহনগর, ডায়মন্ড হারবার, হলদিয়া, বজবজ, হাওড়া, ব্যারাকপুর
দিল্লি :- (যমুনা), প্রধান উপনদী,

* অববাহিকার বৈশিষ্ট্য :-

(a) **মূল উৎস** :- উত্তরাখণ্ডের দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা নদী এবং ভাগীরথী নদীর মিলনস্থল। নদীর জলের প্রধান উৎসের মধ্যে রয়েছে অলকানন্দার উপনদীসমূহ : মন্দাকিনী, নন্দাকিনী, পিন্ডার এবং ধৌলিগঙ্গা। দেবপ্রয়াগ, গঙ্গার প্রধান উৎসপ্রবাহের সূচনা।

(b) **মোহনা** :- বঙ্গোপসাগর, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ

(c) **অববাহিকার আকার** :- 13,20,000 বর্গকিমি (5,10,000 মা)

(d) **উপনদী** :- (i) বামে :- রামগঙ্গা, ঘর্ঘরা, গোমতী, গন্ডকী, বুড়ি গন্ডক, কোশি, মহানন্দা।

(ii) ডানে :- যমুনা, কালিন্দী, ফুলহার, তমসা, কর্মনাশা, শোন, পুনপুন, কিউল, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ।

* প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য :-

(a) **দৈর্ঘ্য** :- 2,525 Km

(b) **নিষ্কাশন** :-

(i) অবস্থান :- ফারাক্কা বাঁধ

(ii) সর্বনিম্ন হার :- 180 মি³/সে

(iii) গড় হার :- 16,648 মি³/সে

(iv) সর্বোচ্চ হার :- 70,000 মি³/সে

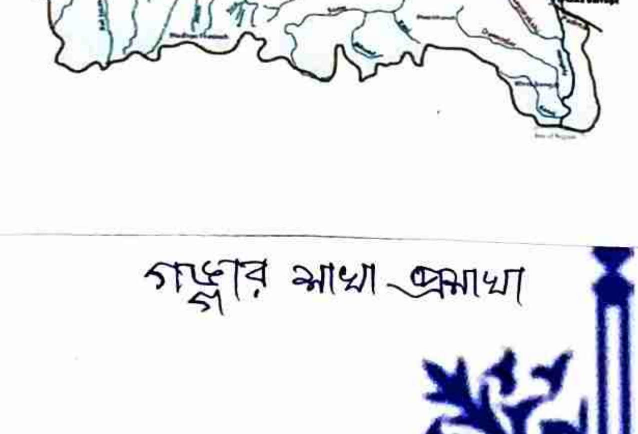

গঙ্গার শাখা-প্রশাখা

* গঙ্গা নদী : দৈর্ঘ্য :—

গঙ্গা নদীর দৈর্ঘ্য হল 2510 কিলোমিটার, এর মধ্যে 2071 কিলোমিটার ভারতের অন্তর্গত। নদীটি কুমায়ুন হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ গুহা থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এটি ভারতের দীর্ঘতম নদীগুলির মধ্যে একটি অন্যতম নদী।

* গঙ্গার নদীর শাখা নদী :- গঙ্গানদীর দুটি ধারা বা শাখা একটি ফারাক্কা বাঁধ এসে ভাগীরথী ও হুগলি নদী নামে মূলত দক্ষিণে প্রায় 260 কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে, অপরটি উৎপত্তিস্থল হতে 2200 কিলোমিটার দূরে গোয়ালন্দে যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে মিলিত প্রবাহ পদ্মা নামে আরও পূর্ব দিকে চাঁদপুর জেলায় মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। সবশেষে পদ্মা-মেঘনার মিলিত প্রবাহ মেঘনা নাম ধারণ করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের সাথে মিলিত হয়। পদ্মাকে মূলত গঙ্গার প্রধান শাখানদী বলা হয়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত সার্ভে ম্যাপ

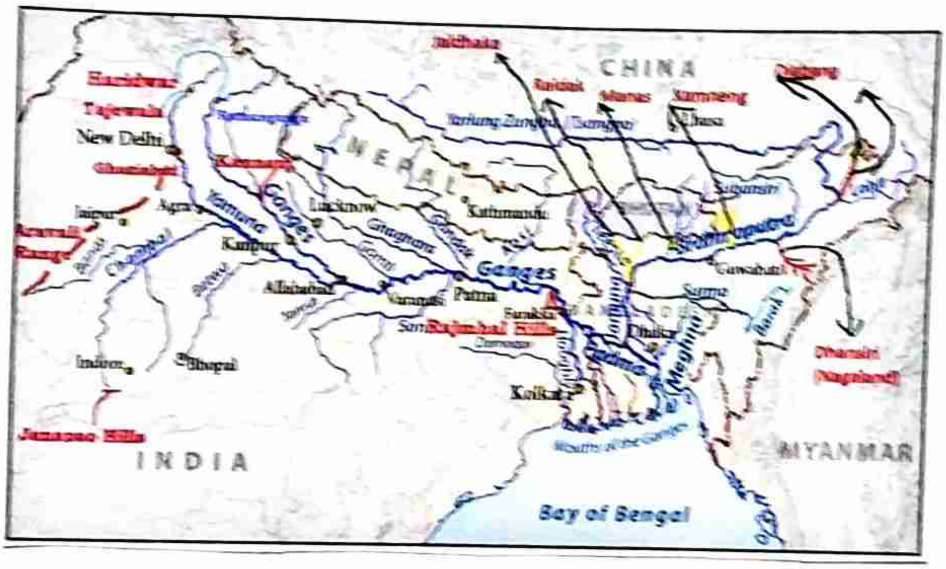

■ তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি (Methods of Data Collection) : বই, পত্রিকা এবং ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করেছি।

■ ফলাফল (Results) :

① ভারত ও বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে এটি প্রবাহিত হয়েছে।

② এটি উত্তরাখণ্ড, উত্তর প্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসমূহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

③ এটির উপনদীগুলি হল – রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডকী, বুড়িগণ্ডক, কোশী, মহানন্দা, কালিন্দী, ফলগু, যমুনা, তমসা, শোন এবং দামোদর।

④ এটির তীরে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ নগরগুলি হল – হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, বারানসী, গাজিপুর, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর এবং কলকাতা।

⑤ ভারতের পবিত্রতম নদী গঙ্গার দূষণ বিপদসীমা ছুঁয়েছে অনেক আগেই। প্রত্যেক বছর দুর্গা প্রতিমা বিসর্জনের পরে তা আরও ভয়াবহ আকার নেয় এবং ক্রমেই নদীর নাব্যতা কমে যাচ্ছে।

গঙ্গায় আবর্জনা ও জীবাণু (Pollution of Ganga):

① বর্তমানে গঙ্গা অববাহিকার 50টি শহর থেকে গঙ্গায় ফেলা মূর্খ নাগরিক বর্জ্য তরলের পরিমাণ প্রায় 300 কোটি লিটার প্রতিদিন।

② দূষিত জলে ব্যাকটেরিয়ার জিনের পরিবর্তন।

③ নদীপাড়ে অবস্থিত ট্যানারির দূষিত জল।

④ কারখানার শিল্প বর্জ্য।

⑤ কৃষিতে ব্যবহৃত সার।

⑥ মৃত মানুষ ও পশুপাখির দেহ।

⑦ জলবিদ্যুৎ গাড়গুলি বর্জ্য ফেলে দেয় এবং বাস্তুতন্ত্রের সাথে দুর্ব্যবহার করে।

গঙ্গায় আবর্জনা ও জীবাণু

এশীয় মহাদেশ এবং বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন নদী হল গাঙ্গা নদী। এটি মোট সাতটি নদী সহ হিন্দু ধর্মের কাছে পবিত্র হিসাবে বিবেচিত একটি নদী এর প্রসারন 2,500 কিলো. মিটারেরও বেশি এবং ভারতে এর প্রবাহ শুরু হয়ে বাংলাদেশে শেষ হয়। এই কারনে, এটি কে আন্তর্জাতিক দিবসের উপাধি দেওয়া হয়।

আমরা এখন গাঙ্গা নদীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য দূষন, উদ্ভিদ এবং প্রানীজগতের কথা আলোচনা করব।

① প্রধান বৈশিষ্ট্য :— ① গাঙ্গা নদী সাংস্কৃতিক এবং জৈবিকর গুরুত্বের পরেও এখনও ব্যাপকভাবে দূষিত হওয়ার কারন এটি প্রচুর পরিমানে মানব বর্জ্য গ্রহন করে যা অবশেষে সমুদ্রের মধ্যে প্রবাহিত হয়। এটিরে একটি হল সমুদ্রপৃষ্ঠে প্লাস্টিক দূষনের অন্যতম প্রধান উৎস।

⑥ একটি পর্যটন শিল্প হিসাবে যা ভারতের অর্থনৈতিক আয়ের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ, গঙ্গা নদী বিদেশীদের অন্যতম প্রধান চিহ্ন। তার উৎপত্তি-স্থল থেকে ব-দ্বীপে পরিবহনের অন্যান্য উপায় হল পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য একটি খন ঘন ক্রিয়াকলাপ।

⑦ রিও ব্লাঙ্কো নামে পরিচিত এই নদী দূষনের কারনে তার রঙ হারিয়েছে এবং এখানকার পৃথিবীর সবচেয়ে যাত্রা করেছে। এর রুটটি প্রায় সেকেণ্ডে 2.500 কিউবিক মিটার প্রবাহপথ সহ প্রায় 16.648 কিলোমিটার দীর্ঘ, যা the ঋতু অনুসারে পরিবর্তিত হতে পারে। আয়তন 707.000 বর্গ কিলোমিটার।

⑧ পলি দ্বারা চিহ্নিত বৈশিষ্ট্যযুক্ত অনেক শাখা নদীটি নদীঘাটকে খাওয়ানো হয় এবং গভীরতা 16 থেকে 30 মিটারের মধ্যে অনুমান করা হয়, যদিও এটি বিশ্বের দীর্ঘতম নদী নয়, এটি ভারতের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নদী এবং 80% নদী ভারতে রয়েছে।

* গাঙ্গা নদীর উদ্ভিদ এবং প্রানীজগৎ :—

(i) গাঙ্গা নদীর অববাহিকার
কৃষিক্ষেত্রের কারনে এর
প্রায় সমস্ত মূল বনজ
গাছ বিলুপ্ত হয়ে গেছে,
এটি দেখা যায় যে
কেবলমাত্র রোবস্তার
মোরিয়া মীসে এবং নীচে বোম্বাক্স সিবা প্রতিরোধ করতে
সক্ষম হয়েছে, তবে গাঙ্গার বদ্বীপে, সুন্দরবনে খন
ম্যানগ্রোভ রিজার্ভ পাওয়া সম্ভব,

(ii) এই একই কারনগুলি, মানব ও জলবায়ু পরিস্থিতি,
জল দূষনের পাশাপাশি গাঙ্গায় প্রানী প্রজাতির অস্তিত্বের
উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, গাঙ্গা জোটায় তুলনামূলকভাবে
মানু অনুকূল রয়েছে অনেকটা মানুষের সৃষ্ট ঝামেলা
ছাড়াই,

(iii) সমভূমির উপরের অংশে ভারতীয় গন্ডার, এশিয়ান হাতি,
বেঙ্গল টাইগার, ভারতীয় সিংহ, আস্তানা এবং
বাইসন রয়েছে, বর্তমানে
কেবলমাত্র ভারতীয় নেকড়ে,
লাল শিয়াল এবং বেঙ্গল
শিয়াল এবং সোনার
কাঁঠালের মতো প্রজাতি
পাওয়া যায়,

(iv) পাখির মধ্যে রয়েছে পার্টরিজ, মোরগ, কাক, স্টারলিংস এবং হাঁস যা শীতে মাইগ্রেশন করে। বিভিন্ন প্রাণীদের মধ্যে চারটি শিংযুক্ত মৃগ, ভারতীয় বুস্টার্ড, ছোট বুস্টার্ড এবং ভারতের গঙ্গা নদীর জাতীয় জলজ প্রাণী ডলফিন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

(v) নিম্ন অঞ্চলের প্রাণীজন্তু উচ্চ অঞ্চলের প্রাণিকুলের থেকে খুব বেশি আলাদা হয় না, যদিও দুর্দান্ত ভারতীয় সিলেট এবং মসৃণ ওটারের মতো প্রজাতি যুক্ত করা হয়েছে। গঙ্গার বদ্বীপে বেঙ্গল টাইগারের একটি সুরক্ষিত অঞ্চল রয়েছে, এটি অনুমান করা হয় যে এর জলে প্রায় 350টি প্রজাতির মাছ রয়েছে।

(vi) সরীসৃপের মধ্যে কুমিরগুলি সর্বাধিক বিশিষ্ট, যেমন. জলাভূমির কুমির এবং কুমির; এবং কচ্ছপ, যেমন তিন-স্ট্রাইপযুক্ত কচ্ছপ, ভারতীয় কালো কচ্ছপ, দৈত্য ক্যান্টোর টার্টল, ভারতীয় সফটশেল টার্টেল ইত্যাদি।

(vii) বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় নদী
সম্পূর্ণরূপে দূষিত এবং এর
জীববৈচিত্র্য হারাতে বসেছে।
সংস্কৃতি বা অর্থনৈতিক
উন্নয়নের মাধ্যমেই হোক
না কেন, মানুষ প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রকে নেতিবাচকভাবে
প্রভাবিত করে।

গঙ্গা হিন্দুদের কাছে পবিত্র নদী। তারা এই নদীকে গঙ্গা দেবীজ্ঞানে পূজা করেন, গঙ্গার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও অপরিসীম, একাধিক পূর্বতন প্রাদেশিক ও সাম্রাজ্যিক রাজধানী (যেমন- পাটলিপুত্র, কনৌজ, কাশী, এলাহাবাদ, মুর্শিদাবাদ, মুঙ্গের, নবদ্বীপ ও কলকাতা) এই নদীর তীরেই অবস্থিত,

গঙ্গা বিশ্বের পাঁচটি সবচেয়ে দূষিত নদীর একটি, বারানসীর কাছে এই নদীতে ফেসাল কলিফর্মের পরিমান ভারত সরকারের নির্ধারিত সীমার চেয়ে একশো গুন বেশি, গঙ্গাদূষন শুধুমাত্র গঙ্গাতীরে বসবাসকারী কয়েক কোটি ভারতীয়দেরই ক্ষতি করছে না, 140 টি মাছের প্রজাতি, 90টি উভচর প্রানীর প্রজাতি ও ভারতের জাতীয় জলচর প্রানী গাঙ্গেয় শুশুক এরও ক্ষতি করেছে, গঙ্গাদূষন রোধে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান নামে একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল, কিন্তু দুর্নীতি, প্রযুক্তিগত অদক্ষতা, সুষ্ঠু পরিবেশ পরিকল্পনার অভাব, ভারতীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য ও বিশ্বাস এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলোর অসহযোগিতার কারনে এই প্রকল্প ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়, কিন্তু বর্তমানে সরকারের তৎপরতায় গঙ্গা নদী অনেকটাই দূষনমুক্ত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পুরো নদী দূষন মুক্ত হবে, সেই আশা রাখা যায়,

■ আলোচনা (Discussion) :

নদী বিশেষজ্ঞ কল্যাণ রুদ্রের মত অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে 45% অপরিশোধিত জল গঙ্গা অববাহিকায় প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে, ভারতের কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের মতে বিপুল পরিমাণ বর্জ্যের মাত্র 10% পরিশোধন করা সম্ভব হয়, পশ্চিমবঙ্গে আশঙ্কার বিষয় হচ্ছে, গঙ্গায় প্রতি 100ml জলে ব্যাকটেরিয়ার (ফিকাল কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া) পরিমাণ 1,60,000 অর্থাৎ নদীতে মানুষের মলের পরিমাণ খুব বেশি। WHO-এর মতে নিরাপদ মাত্রা 100 ml জলে 1,000-এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 75টি এবং উত্তর প্রদেশ সরকার 74টি কারখানা বন্ধ করেছে। কিন্তু এত কিছুর পরেও তেমন কিছু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। কারণ, নদীর তীরে অবস্থিত ইটের ভাটা, থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট থেকে দূষিত পদার্থ নদীতে মিশছে। এ ছাড়া নদীর দুপাড় থেকে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে।

গঙ্গার জল শুদ্ধ করার কাজ প্রথম শুরু হয় 1986 খ্রিস্টাব্দে। প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধি গঙ্গা অ্যাকশন-প্ল্যান এর সূচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 2020 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছেন।

কল্যান রুদ্রের মতে, ৭০% এরও বেশি জল কৃষিকাজে ব্যবহৃত করার জন্য নিয়ে নেওয়ায় জলের প্রবাহ অত্যন্ত কম তাই দূষিত পদার্থগুলিকে অপসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না, তা ছাড়া নদীর স্বাভাবিক গতিপথে বাঁধ নির্মান করা হয়েছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য, তাই নদীর স্বাভাবিক প্রবাহও ব্যাহত হয়েছে।

উপসংহার:– গঙ্গানদী যে কেবল সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় তাৎপর্যের জন্য গুরুত্বপূর্ন তাই নয়, দেশের জনসংখ্যায় ৪০ শতাংশের বেশি এর ওপর নির্ভরশীল, 2014 সালে নিউইয়র্কে ম্যাডিসন স্কোয়ার পার্কে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের উদ্দেশ্যে ভাষনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যদি এই নদীকে আমরা পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারি, তা হলে দেশের ৪০ শতাংশ মানুষের বিরাট উপকার হবে, তাই গঙ্গাকে পরিস্কার করার জন্য ভারত সরকার নমামী গঙ্গে নামে এক উদ্যোগ নিয়েছেন এই কাজটি একধরনের অর্থনৈতিক কর্মসূচিও বটে"।

"গঙ্গা আমাদের ঐতিহ্য, গঙ্গা আমাদের মান,

গঙ্গা আমাদের মাতৃ রূপা, গঙ্গা আমাদের প্রাণ।
আমরা কি পারিনা একটু সবাই মিলে আমাদের
মা গঙ্গা নদীটাকে একটু রক্ষা করি। আসুন
আমাদের সভ্যতার প্রতীক, সংস্কৃতি ও ঐতি-
হ্যের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ, জাতীয় নদী গঙ্গাকে
বাঁচাতে সকলে হাতে হাত মেলাই,

Asoke Kumar Kar